ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 2 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/
ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ১৫৮ ● কলকাতা ● ২৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২ ● বৃহস্পতিবার ● ১২ জুন ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির গাছের আম কাঁঠাল গেলো দীঘার জগন্নাথ মন্দিরে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কলকাতা:- স্নানযাত্রা উপলক্ষে সাজ সাজ রব দিঘার জগন্নাথধামে! মমতার বাড়ির গাছের আম, কাঁঠাল পাঠালেন মুখ্যমন্ত্রী আগামী ২৭ তারিখ রথযাত্রা। তার আগে বুধবার জগন্নাথের স্নানযাত্রা হলো। উল্লেখ্য, গত অক্ষয়তৃতীয়ার দিন উদ্বোধনের পর এ বারই প্রথম রথযাত্রা হতে চলেছে দিঘার জগন্নাথ মন্দিরে। তার প্রস্তুতি বুধবার

এরপর ৩ পৃষ্ঠায়

দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে অগ্নিগর্ভ মহেশতলা, গোলমাল থামাতে গিয়ে আক্রান্ত পুলিশ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

মহেশতলার রবীন্দ্রনগর এলাকায় দোকান বসানোকে কেন্দ্র করে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ বাঁধে। দিল ছড়াছড়ি দোকানপাট ভাঙচুর একাধিক মোটরসাইকেলে আগুন বাড়িঘর ভাঙচুর রণক্ষেত্রের রূপ নেয় মহেশতলা, বজবজ ,গোবিন্দনগর ও মেটিয়াবুরুজের অধিকাংশ এলাকা। একাধিক পুলিশকর্মী আহত হয়েছেন।জানা গেছে, বুধবার সকালে আকরা সন্তোষপুর এলাকায় ফলের দোকান বসানো নিয়ে বিবাদের সূত্রপাত হয়। প্রথমে বচসা তারপর হাতাহাতি এবং তার পরে সেখান থেকে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে মারপিট শুরু হয়। এলাকায় শুরু হয় ব্যাপক ভাঙচুর। পুলিশ পরিস্থিতি সামাল দিতে প্রথমে লাঠিচার্জ করে কিন্তু তাতে পরিস্থিতি বেগতিক হয়ে গেলে তখন পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়তে বাধ্য হয়। একজন মহিলা পুলিশ কর্মী গুরুতর আহত হয়েছেন তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ।পরিস্থিতি

এরপর ৩ পাতায়

মহাসমারোহে পালিত হলো ৬২৯ তম মাহেশের ঐতিহাসিক জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রা উৎসব

বলাই চাঁদ মুখোপাধ্যায়, মাহেশ, হুগলি

১১ ই জুন, বুধবার ৬২৯ তম মাহেশের ঐতিহাসিক স্নানযাত্রা উৎসব পালিত হলো ।সকালে নীলকণ্ঠ পাখি উড়ে এসে বসে মন্দিরের চূড়ায়, তারপর নীলকণ্ঠ পাখি নীলাচলের পথে উড়ে যায় তারপর শুরু হয় স্নান পর্ব।মন্দির সংলগ্ন স্নান পিড়ির ময়দানে ঐতিহাসিক স্নান পিড়ির বেদিতেই হয় স্নানযাত্রা। বুধবার এই স্নান যাত্রা চাক্ষুষ দর্শন করতে বিভিন্ন জেলা থেকে কয়েক হাজার ভক্ত মাহেশে আসেন। পুরীর মন্দিরের পর দ্বিতীয় বৃহত্তম রথ উৎসব বলে পরিগণিত এই মন্দির। পুরীর পর মাহেশের রথ ও স্নানযাত্রা উপলক্ষে অতীতে শ্রীচৈতন্যদেব, রামকৃষ্ণ দেব, মা সারদা দেবী, ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পদধূলিতে ধন্য হয়েছিল শ্রীরামপুরের মাহেশ। দেড় মন দুধ এবং ২৮ ঘড়া জল দিয়ে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা কে স্নান করানো হয়, প্রথা অনুযায়ীএদিন স্নানের পর তিনজন দেবতাদের জ্বর আসবে ১৫ দিন পর রথে চেপে তিনজন মাসির বাড়িতে যাবে। ৬২৯ বছরের পুরনো এই রথ উৎসবকে কেন্দ্র করে সেজে উঠেছে মন্দির চত্বর। মাহেশের জগন্নাথ মন্দিরের সম্পাদক পিয়াল কৃষ্ণ অধিকারী বলেন, সকাল ৭টার সময় গর্ভ গৃহ থেকে মহাপ্রভুকে নিয়ে যাওয়া হয়, সারাদিনব্যাপী স্নান বেদীতে গজবেশে জগন্নাথ মহাপ্রভু ভক্তদের দর্শন দেন। মঙ্গল আরতি হয় সকালে,

স্নান বেদীতে মহাপ্রভুর অধিষ্ঠান সকাল সাড়ে সাতটায়, অবকাশ বেশ সকাল আটটায়, গোপাল বল্লভ ভোগ সকাল সাড়ে আটটায় , স্নানবেশে দর্শন দেন সকাল দশটা ২৫ মিনিটে, এরপরমহাস্নান শুরু হয়। ঐতিহাসিক ৬২৯ তম শ্রী পাট মাহেশের স্নান যাত্রার এবছরের বিশেষ আকর্ষণ ১০ ৮ বিশেষ দ্রব্য দ্বারা জগন্নাথ দেবের মহা অভিষেক স্নানযাত্রা। মহা অভিষেকে দ্বাদশ মৃত্তিকা, দ্বাদশ ফলের রস, রত্ন ধাতু, পুষ্প, সমগ্র তীর্থের জল, নদ নদীর জল, সর্ব ঔষধি, মহা ঔষধি, অষ্টম গন্ধ, পঞ্চামৃত, পঞ্চগব্য, বিশেষ তৈল দ্বারা অমৃতযোগে, মহা অভিষেক স্নান অনুষ্ঠিত হয়।স্নান পূর্ণিমার মহাযোগে এই পূর্ণ স্নান লক্ষ্য করার মতো। জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রা উপলক্ষে জগন্নাথ দেবকে বিশেষ ফল, ও মিষ্টান্ন , লাড্ডু ভোগ দেওয়া হয়। বিকেলে বিশেষ হোম যজ্ঞ এবং তাকে অন্ন ভোগ দেওয়া হয়। সন্ধ্যাবেলা বৈকালিক শীতলের পর প্রভুর জ্বর আসে তাকে নিয়ে যাওয়া হয়। মূল মন্দিরের গর্ভগৃহে, এবং তারপরে তিনি বিশ্রামে চলে যান। এই সময় তার চিকিৎসা চলে। মায়েশের এই স্নান যাত্রা কে কেন্দ্র করে ব্যাপক ভক্ত সমাবেশ ঘটে।

স্নান পূর্ণিমার পবিত্র দিনে দক্ষিণেশ্বর শ্রীসারদা মঠে বিশেষ পূজা অনুষ্ঠান

বেবি চক্রবর্তী: কলকাতা

বুধবার জ্যৈষ্ঠ মাসের স্নান পূর্ণিমা উপলক্ষে দক্ষিণেশ্বর শ্রীসারদা মঠে অনুষ্ঠিত হলো এক বিশেষ পূজা ও আরাধনার আয়োজন। পবিত্র গঙ্গাতটে অবস্থিত এই মহৎ আশ্রমে আজ সকাল থেকেই ছিল ভক্তদের ঢল। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়েছিল পূজার্চনা, স্তোত্রপাঠ এবং গঙ্গাস্নান।স্নান পূর্ণিমা হিন্দু ধর্মে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ দিন। এই দিনে গঙ্গাস্নানের মাধ্যমে শরীর ও মন পবিত্র হয় বলেই বিশ্বাস। দক্ষিণেশ্বর শ্রীসারদা মঠে আজকের পূজা ছিল মা সারদাদেবীর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধার্ঘ্য। আশ্রম-আচার্যদের নেতৃত্বে সংঘবদ্ধভাবে মন্ত্রোচ্চারণ ও হোম-যজ্ঞ হয়, যা আধ্যাত্মিক পরিবেশকে আরও গভীর করে তোলে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, আজকের দিনটিকে কেন্দ্র করে মঠ প্রাঙ্গণে ছিল 'মঙ্গল আরতি', 'দুর্গা সাপ্তশতী' পাঠ এবং সারাদেবীর বিশেষ স্নান ও সাজসজ্জা। সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদের উপস্থিতিতে সমবেত ভক্তবৃন্দ শ্রদ্ধার সঙ্গে মাতৃদর্শনে অংশ নেন।পূজার পর ভোগ প্রসাদ বিতরণ করা হয় উপস্থিত সকলের মধ্যে। সুশৃঙ্খলভাবে লাইনে দাঁড়িয়ে প্রসাদ গ্রহণ করেন বহু ভক্ত। আজকের পূজা ও স্নান উপলক্ষে মঠ কর্তৃপক্ষ বাড়তি নিরাপত্তা ও স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে সার্বিক তদারকি করেছেন।পবিত্র এই দিনে বহু মানুষ দূর-দূরান্ত থেকে ছুটে এসেছেন শুধু একবার মায়ের দর্শনের আশায়। তাঁদের চোখেমুখে ছিল প্রশান্তি, হৃদয়ে গভীর তৃপ্তি।এই স্নান পূর্ণিমার পূজা শুধুমাত্র এক ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, এটি ছিল এক আত্মিক যাত্রা— যেখানে মায়ের কৃপায় মন ও প্রার্থনা জেগে ওঠে এক নবআলোকে।

(১ম পাতার পর)

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির গাছের আম কাঁঠাল গেলো দীঘার জগন্নাথ মন্দিরে

থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছে।
দিঘার জগন্নাথ মন্দিরে স্নানযাত্রা উপলক্ষে নিজের বাড়ির আম, কাঁঠাল পাঠালেন মুখ্যমন্ত্রী।
দিঘার জগন্নাথ মন্দিরে স্নানযাত্রা উপলক্ষে নিজের বাড়ির আম, কাঁঠাল পাঠালেন মুখ্যমন্ত্রী। দ্বারোদ্ঘাটনের পর এ বারই প্রথম বার রথের চাকা ঘুরতে চলেছে দিঘার জগন্নাথ মন্দিরে। তাই স্নানযাত্রা উপলক্ষেও দিঘায় সাজ সাজ রব। ইতিমধ্যে নিজের বাড়ির গাছের আম, কাঁঠাল পাঠিয়েছেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই ফল দিয়েই বুধবার ভোগ নিবেদন করা হবে জগন্নাথকে। এমনটাই জানিয়েছেন ইসকন কর্তা রাধারমণ দাস।

(১ম পাতার পর)

দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে অগ্নিগর্ভ মহেশতলা, গোলমাল থামাতে গিয়ে আক্রান্ত পুলিশ

সামলাতে কলকাতা পুলিশকে কাঁদানে গেছে সেল ছুঁড়তে হয়। বিক্ষোভকারীরা একাধিক পথ চলতি গাড়িকেও ভাঙচুর করে। রবীন্দ্রনগর থানার সামনে মোটরসাইকেল আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। ছাদের ওপর থেকেও ইট বৃষ্টি করা হয় পুলিশকে লক্ষ্য করে। অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় মহেশতলাতে। দফায় দফায় সংঘর্ষ চলে।
একের পর এক পুলিশ কর্মী রক্তাক্ত হন। মহিলা পুলিশ কর্মীরা উন্মুক্ত জনতার হাতে আক্রান্ত হন। মহেশতলা ও রবীন্দ্রনগর, মেটিয়াবুরুজ এবং বজবজের বিস্তীর্ণ এলাকায় এই দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষ ঢুকতে প্রচুর পরিমাণে force পাঠানো হয়েছে লালবাজার থেকে। নামানো হয়েছে সংঘর্ষ রুখতে পারদর্শী পুলিশ ফোর্সকে। বিভিন্ন গলি থেকে পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট – পাটকেল ছড়া শুরু হয়েছে। পুলিশের গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। দীর্ঘক্ষণ ধরে এই সংঘর্ষ চলতে থাকে। কলকাতা পুলিশের একাধিক আধিকারিক সেখানে পৌঁছলেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে রীতিমতো বেগ পেতে হয়। কেন এই সংঘর্ষ থামাতে পুলিশ প্রথমেই উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করল না তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

মহেশতলা ঘটনা নিয়ে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে পুলিশ কমিশনার কে হুঁশিয়ারি দিলেন শুভেন্দু অধিকারী

বেবি চক্রবর্তী :কলকাতা

বুধবার দুপুরে বিধানসভার সামনে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে শুভেন্দুবাবু বলেন, মহেশতলা পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডে রবীন্দ্রনগর থানা এলাকায় প্রায় ২ হাজার জেহাদি রয়েছে। তারা বেছে বেছে হিন্দুদের বাড়ি ও মন্দির ভাঙচুর করছে। তুলসি মঞ্চ ফেলে দিচ্ছে। কলকাতা থেকে মাত্র ১০ কিলোমিটার দূরে মোথাবাড়ির মতো পরিস্থিতি। আমি কলকাতার পুলিশ কমিশনারকে বলছি, ১ ঘণ্টার মধ্যে পদক্ষেপ করুন। নইলে আমি বিজেপি বিধায়কদের নিয়ে সেখানে যাব। এমনকী মোবাইল ফোনে ঘটনার একটি ভিডিয়ো দেখান তিনি।
শুভেন্দুবাবু বলেন, 'পুলিশ ওখানে ক্লীব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কিছু করতে তো পারবেন না, কারণ ওখানে ডায়মন্ড হারবার মডেল চলে।' এমনকী উপদ্রুত এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের

এরপর ৬ পাতায়

দেশজুড়ে ফের করোনা-উদ্বেগ: প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে বাধ্যতামূলক RT-PCR টেস্ট

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দিল্লী:- দেশজুড়ে ফের একবার করোনার ঊর্ধ্বমুখী গ্রাফ উদ্বেগ বাড়াচ্ছে প্রশাসনের। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৩০৬টি নতুন করোনা সংক্রমণের ঘটনা সামনে এসেছে, মৃত্যু হয়েছে ছয়জনের। এই পরিস্থিতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার—প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাওয়া সব মন্ত্রী ও আধিকারিকদের জন্য RT-PCR টেস্ট বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এই নির্দেশিকা কার্যকর হচ্ছে অবিলম্বে।
সূত্রের খবর, ভারতের মোট সক্রিয় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বুধবারের হিসেব অনুযায়ী ৭,০০০ অতিক্রম করেছে। এর ফলে করোনা মোকাবিলায় আরও কঠোর পদক্ষেপ নিতে চলেছে কেন্দ্র। যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে RT-PCR বাধ্যতামূলক করার কারণ জানানো হয়নি, তবে সরকারি মহলের বক্তব্য অনুযায়ী, এটি সম্পূর্ণরূপে একটি সতর্কতামূলক পদক্ষেপ।
রাজ্যভিত্তিক সংক্রমণের চিত্র:
সবচেয়ে বেশি উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে কেরালা। রাজ্যটিতে গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে ১৭০টি সংক্রমণের ঘটনা সামনে এসেছে, যার ফলে কেরালায় মোট সক্রিয় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে

এরপর ৫ পাতায়

সম্পাদকীয়

মহেশতলার পরিস্থিতি সামাল দিতে সিনিয়র অফিসারদের নামাল নবান্ন

মহেশতলার অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি সামাল দিতে একের পর এক সিনিয়র অফিসারদের সেখানে পাঠানো হয়। নবান্নর নির্দেশে সিনিয়ার আইপিএস অফিসার সুপ্রতিম সরকার, ডিপি সিং, আকাশ মাঘারিয়া কলকাতা পুলিশের যুগ্ম পুলিশ কমিশনার ক্রাইম সকলে ঘটনাস্থলে যান। এদিকে এই পরিস্থিতি কেন পুলিশ সামলাতে পাচ্ছে না তা জানতে ভবানীভবনে রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজিব কুমারের সঙ্গে দেখা করতে যান রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।দোকানপাটে লুটপাট চালানো হয়। শুধু তাই নয় বিভিন্ন বাড়ির ছাদ থেকে পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট-বৃষ্টি করা হয়। এরপর পুলিশ ফোর্স বাড়লে এবং কমব্যাট ও RAF নামলে হামলাকারীরা পিছু হটতে বাধ্য হয়। এলাকায় সমস্ত দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়। পুরো বন্ধের চেহারা নেয়। মানুষজন আতঙ্কে বাড়িতে নিজেদের বন্দী করে নেন। কলকাতা পুলিশের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে পুরোপুরি পরিকল্পনা মাফিক এই হামলা চালানো হয়েছে। দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষ থামাতে গিয়ে টার্গেট হয় পুলিশ। লক্ষ্য ছিল পোশাক পড়া পুলিশ এবং তাদের গাড়ি। তাই হামলাকারীদের হাত থেকে রক্ষা পায়নি পুলিশের মোটরসাইকেল, পুলিশ ফোর্স এর বড় গাড়ি সহ স্থানীয় রবীন্দ্রনগর থানার ওসির গাড়িও। টানা আড়াই ঘন্টা ধরে হামলাকারীরা বুধবার। বিকেল থেকে হামলা চালায় মহেশতলা সহ বিস্তীর্ণ এলাকায়।কিন্তু ঘরে থাকলেও রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজ্যের বিরোধী দলনেতার সঙ্গে দেখা করেন নি বলে বাইরে বেরিয়ে শুভেন্দু অধিকারী জানান। পরে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, আগামী বছর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতায় না থাকলেও ডিজি রাজীব কুমার সেই সময় পুলিশে থাকবেন।

তাকে পুলিশের চাকরি করতে হবে। রাজ্যের বিরতি দলনেতা স্পষ্ট জানিয়ে দেন মহেশতলা এবং বিস্তীর্ণ এলাকায় যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে সেখানে আইন-শৃঙ্খলা সামলাতে ব্যর্থ পুলিশ। তাই আধা সামরিক বাহিনী নামানো হোক। কেন মহেশতলা, মেটিয়াবুরুজ, নাদিয়াল, রবীন্দ্রনগর, এইসব এলাকায় ব্যাপক গন্ডগোল হল এ নিয়ে বৃহস্পতিবার বিধানসভায় প্রশ্ন উত্তর পর্বের পর সোচ্চার হবে বিরোধী দল। বিধানসভা অচল করে দেওয়া হবে বলে বিরোধীদল নেতা হুমকি দেন। বিরোধী দল নেতা দাবি করেন পুলিশ ব্যর্থ এবং পুলিশ মন্ত্রী ব্যর্থ।

তাই বৃহস্পতিবার বিধানসভার চলতে দেবে না বিজেপি। এদিকে কলকাতা পুলিশের একের পর এক কর্মী আহত হওয়ার পর যে অভিযোগ উঠছে যে রাজ্য পুলিশের দিক থেকে কলকাতা পুলিশ যখন উন্মুক্ত জনতাকে ধাওয়া করেছিল সেই সময় একই প্রদক্ষ গ্রহণ করলে এত বড় অশান্তি হতো না। কিন্তু রাজ্য ও কলকাতা পুলিশের মধ্যে যোগসূত্র ঠিকমতো না থাকায় হামলাকারীরা, দীর্ঘক্ষণ ধরে তাণ্ডব চালায় মেটিয়াবুরুজ, আকরা ,নাদিয়াল ,রবীন্দ্রনগর ও মহেশতলার বিস্তীর্ণ এলাকায়। একের পর এক পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর করার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের গাড়ি বাড়ি সব ভাঙচুর করা হয়। পথ চলতি যানবাহনে ইট ছোঁড়া হয়। একাধিক মোটরসাইকেল ভাঙচুর ও বেশ কয়েকটিতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়।

কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা সঠিকভাবে পালন করলে বহু ফল পাওয়া যায় মানব জীবনে

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(পঁয়তাল্লিশতম পর্ব)

দারিদ্রতা নিবারণ হয়ঃ-লক্ষ্মীঃ শ্রীঃ কমলা বিদ্যা মাতা বিষ্ণুপ্রিয়া সতী । পদ্মালয়া পদ্মহস্তা পদ্মাক্ষী পদ্মসুন্দরী ।। ভূতানামীশ্বরী নিত্যা মতা সত্যাগতা শুভা ।। বিষ্ণুপত্নী মহাদেবী ক্ষীরোদতনয়া ক্ষমা ।। অনন্তলোকলাভা চ ভূলীলা চ সুখপ্রদা ।রুক্মিনী চ তথা সীতা মা বৈ বেদবতী শুভা। এতানি পুণ্যনামানি প্রাতরুত্থায় যঃ পঠেৎ । মহাশ্রিয়মবাপ্নোতি ধনধান্যমকল্মষম্।। বঙ্গানুবাদ- শ্রী, কমলা বিদ্যা, মাতা, বিষ্ণুপ্রিয়া, সতী, পদ্মালয়া, পদ্মহস্তা, পদ্মাক্ষী , পদ্মসুন্দরী, ভূতগণের ঈশ্বরী, নিত্যা, সত্যাগতা, শুভা, বিষ্ণুপত্নী,

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

দক্ষিণেশ্বর আদ্যাপীঠ মন্দিরে আদলে আদ্যামা মন্দির উদ্বোধন কেষ্টপুরে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কলকাতা:- স্বর্গীয় চিত্ত রঞ্জন দাস ও মঞ্জু রানী দাসের পুণ্য স্মৃতিতে বিধান নগর পৌর নিগমের ২৪ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর শ্রী মনীষ মুখার্জির একান্ত সহযোগিতায় দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সংঘ আদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমৎ অন্নদা ঠাকুরের অনুপ্রেরণায় আরও একটি আদ্যামা মন্দির কেষ্টপুর শাখায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা হল গত ২৮ শে জৈষ্ঠ্য ১৪৩২ বঙ্গাব্দ ১১ ই জুন ২০২৫। মন্দির উদ্বোধনের পাশাপাশি দুটি শীততাপ নিয়ন্ত্রিতায় অ্যাম্বুলেন্স উদ্ধোধন করা হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধান নগর পৌর নিগমের ২৪ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর শ্রী মনীষ মুখার্জি মহাশয়, ব্রহ্মচারী মোরাল ভাই আদ্যাপীঠ ট্রাস্টের সম্পাদক।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজারহাট নিউটনের বিধায়ক যিনি তাপস চ্যাটার্জী বিধান নগর বিধানসভার বিধায়ক ও অগ্নি নির্বাপক মন্ত্রী সুজিত বোস এবং বিধাননগর পৌর নিগমের মেয়র পরিষদ দেবরাজ চক্রবর্তী।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

তাই মাতৃ শক্তি পুজোই আমরা করি দুর্গাপুজোয়, যদি হরপ্পা সভ্যতার ঊষার শারদীয়া বোধনের কথা বলি। কিন্তু এ ব্যতীত কালিকার উপাসনাও দুর্গাপুজোর সময় হয় বটে। সন্ধিপুজোয় আক্ষরিক অর্থেই চামুণ্ডা ও কালীর উপাসনা ঘটে।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

জগন্নাথ দেবের মহাস্নান উৎসবে ভক্তসমাগম, নিরাপত্তা চূড়ান্ত প্রস্তুতিতে পুরী ও দীঘা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বুধবার দেশজুড়ে ধর্মীয় আবহে পালিত হল জগন্নাথ দেবের ঐতিহ্যবাহী "স্নান যাত্রা" উৎসব। ওড়িশার পুরী এবং পশ্চিমবঙ্গের দীঘা—দুই জায়গাতেই বিপুল ভক্তসমাগম এবং কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে এই বার্ষিক উৎসব পালিত হয়।পুরী শ্রীমন্দিরে আজ ভোর ৫টা ৩২ মিনিটে মঙ্গলার্পণ দিয়ে শুরু হয় দেবতাদের স্নান অনুষ্ঠান। এরপর সুদর্শনচক্র, বলরাম, সুভদ্রা এবং জগন্নাথকে একে একে স্নানমণ্ডপে (স্নান বেদি) আনা হয়। পরে ১০৮টি মাটির ঘড়া থেকে পবিত্র জলের মাধ্যমে দেবতাদের স্নান করানো হয়। জল সংগ্রহ করা হয় মন্দির প্রাঙ্গণের বিশেষ কুয়ো থেকে।

স্নান সম্পন্ন হলে দেবতাদের "হাতি বেশ" বা গজবেশ ধারণ করানো হয়, যা ভক্তদের কাছে বিশেষ আকর্ষণ। দুপুর ১টা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এই রূপে দেবতারা ভক্তদের দর্শনের জন্য অবস্থান করেন। স্নান যাত্রার পরপরই দেবতারা প্রবেশ করেন 'অনাসারা' কক্ষে, যেখানে আগামী ১৪ দিন তাঁরা বিশ্রামে থাকবেন এবং কারও দর্শনের জন্য উন্মুক্ত থাকবেন না। এই সময়কালে দেবতাদের 'জীবনরক্ষার ওষুধ' প্রদান করা হয় এবং ২৬ জুন তাঁরা পুনরায় 'নবযৌবন বেস' ধারণ করে রথযাত্রার জন্য প্রস্তুত হবেন।

পুরী শহরজুড়ে ছিল নজিরবিহীন নিরাপত্তা। মোতায়েন ছিল ৭০ প্লাটুন পুলিশ, বোম্ব স্কোয়াড, কিউআরটি এবং স্পেশাল টিম সহ এন্টি-টেররিস্ট স্কোয়াড। নিরাপত্তা বাহিনী ও স্বেচ্ছাসেবকদের নজরদারিতে শান্তিপূর্ণভাবে উৎসব সম্পন্ন হয়।এদিকে, পশ্চিমবঙ্গের দীঘা জগন্নাথ মন্দিরে প্রথমবারের মতো স্নান যাত্রা পালিত হয় উৎসাহ ও আড়ম্বরের মধ্য দিয়ে। সকাল ৯টা নাগাদ শুরু হয় 'পাহান্ডি বিজয়' এবং পরে জলস্নান। এখানে গজবেশ ধারণের পর দুপুরে অনাসারা পর্ব শুরু হয়।

স্নান যাত্রাকে ঘিরে উভয় রাজ্যেই লক্ষাধিক ভক্তের আগমন ঘটে। মন্দির কর্তৃপক্ষ থেকে প্রশাসন—সকলের যৌথ প্রচেষ্টায় এই ধর্মীয় উৎসব সফল ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়।

(৩ পাতার পর)

দেশজুড়ে ফের করোনা-উদ্বেগ: প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে বাধ্যতামূলক RT-PCR টেস্ট

২,২২৩-এ।

গুজরাটে একই সময়ে ১১৪টি নতুন সংক্রমণ ধরা পড়েছে, সেখানে সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ১,২২৩। কর্ণাটকে ১০০টি নতুন সংক্রমণ শনাক্ত হয়েছে এবং বর্তমানে রাজ্যটির সক্রিয় কেস ৪৫৯।

দিল্লিতেও বাড়ছে সংক্রমণ—গত ২৪ ঘণ্টায় ৬৬টি নতুন সংক্রমণ ধরা পড়েছে। রাজধানীতে এখন মোট সক্রিয় আক্রান্ত ৭৫৭।

সর্বাধিক তিনটি মৃত্যু হয়েছে কেরালায়। কর্ণাটকে দু'জন ও মহারাষ্ট্রে একজনের মৃত্যু হয়েছে করোনা-সম্পর্কিত কারণে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, বর্ষার শুরুতে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ আবারও বাড়তে পারে। সংক্রমণ ঠেকাতে এবং উচ্চপর্যায়ের সরকারি বৈঠকে সুরক্ষা বজায় রাখতে এই টেস্টিং ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য মন্ত্রক নাগরিকদের পুনরায় মাস্ক ব্যবহার, ভিড় এড়ানো ও প্রয়োজনে টিকা নেওয়ার অনুরোধ করেছে। বিশেষ করে যাঁরা প্রবীণ, কোমর্বিডিটির শিকার বা অতীতে সংক্রমিত হয়েছেন, তাঁদের অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বনের আহ্বান জানানো হয়েছে।

করোনার ঢেউ থেমে গেলেও ভাইরাসটি একেবারে নির্মূল হয়নি—এমনটাই বার্তা দিচ্ছে দেশের সাম্প্রতিক সংক্রমণ পরিস্থিতি। প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত যখন করোনা সতর্কতায় RT-PCR বাধ্যতামূলক করছেন, তখন জনসাধারণের পক্ষেও সচেতনতা বজায় রাখা এখন সময়ের দাবি।

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Randhumahal Club) - 9735697689
Child Line - 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219, (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সত্যা মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

গলায় জুতোর মালা!
লন্ডনে গিয়েও চরম বিক্ষোভের মুখে ইউনূস

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বিদেশের মাটিতে বারবার মুখ পুড়ছে বাংলাদেশের। একের পর এক দেশে বিক্ষোভের মুখে পড়তে হচ্ছে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনূসকে। কিছুদিন আগেই জাপানে গিয়ে চরম বিক্ষোভের মুখে পড়েছিলেন প্রধান উপদেষ্টা, এবার লন্ডনে গিয়েও একই হেনস্থার শিকার ইউনূস।আওয়ামী লিগের সমর্থকরা রাস্তায় ব্যানার পোস্টার নিয়েই শেখ হাসিনার সমর্থনে স্লোগান দেন। বলতে থাকেন, বাংলাদেশ এখন রাজাকার ও জামাতের। ইউনূসকে গদি ছাড়ার দাবিও জানায় তাঁরা।

শোনা যাচ্ছে, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কেয়ার স্টার্মারের সঙ্গে বৈঠক করার কথা মহম্মদ ইউনূসের। কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের তরফে সেই বিষয়ে কোনও তথ্য বা আপডেট মেলেনি।বাকিংহাম প্যালেসে কিং চার্লসের সঙ্গে দেখা করা এবং তাঁর হাত থেকে "কিংস চার্লস হারমনি অ্যাওয়ার্ড" নেওয়ার কথা। কিন্তু ব্রিটেনে পা রাখলেও, মহম্মদ ইউনূসকে বিমানবন্দরে স্বাগত জানাতে কেউ যাননি প্রশাসনের তরফে।

এ দিকে, ইউনূসের সফরের কথা শুনেই প্রতিবাদে পথে নামে অনাবাসী বাংলাদেশিরা। তারা ইউনূসের বিরুদ্ধে স্লোগান দেয়, ইউনূসের কুশপুতুলে জুতোর মালা পরানো হয়। ডাস্টবিনে মহম্মদ ইউনূস ও তাঁর প্রেস সচিব শফিকুল আলমের ছবি লাগানো হয়।

(৩ পাতার পর)

মহেশতলা ঘটনা নিয়ে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে পুলিশ কমিশনার কে হুঁশিয়ারি দিলেন শুভেন্দু অধিকারী

দাবি জানিয়েছেন শুভেন্দুবাবু। তিনি বলেন, 'কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ অনুসারে ৩১ জুলাই পর্যন্ত রাজ্যে কোথাও এই ধরণের অশান্তি হলে সেখানে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের সুযোগ রয়েছে। এমনকী জেহাদিরা সংবাদমাধ্যমকেও সেখানে ঢুকতে দিচ্ছে না। পচা গজা আর প্যাঁড়া খাইয়ে হিন্দু নিধন চলছে। এই জন্য এই সরকারকে মুসলিম লিগের সরকার বলা হয়। আমি মনোজ ভার্মাকে ১ ঘণ্টা সময় দিলাম। বন্ধ না করলে সব বিধায়ক নিয়ে যাচ্ছি ওখানে।'

বিধানসভায় স্মার্ট মিটার সম্পর্কে মুখ খুললেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কলকাতা:- সাম্প্রতিক কালের অন্যতম চর্চিত বিষয় হল স্মার্ট মিটার। ইতিমধ্যেই গ্রামাঞ্চলের একাধিক গৃহস্থের বাড়িতে বসেছে স্মার্ট মিটার। কিন্তু গ্রাহকরা বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন। তাঁদের অভিযোগ, এক মাসে বিদ্যুতের বিল আসছে ১২ হাজার টাকা। রাজ্যের তরফ থেকে মঙ্গলবারই স্পষ্ট করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, স্মার্ট মিটার বসানো হবে না।

বুধবার বিধানসভায় বিদ্যুৎমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস অভিযোগ করেন, "কেন্দ্রীয় সরকার জোর করে চাপিয়ে দিয়েছে।" কিন্তু রাজ্য যে স্মার্ট মিটার বসানোর কাজ বন্ধ করে দিয়েছে, সেটাও স্পষ্ট করে দেন তিনি। বিদ্যুৎমন্ত্রী জানিয়েছেন, যেগুলো লাগানো হয়েছে, তা সাধারণ মিটার হিসাবে হিসাবে ব্যবহার হবে। আর কোনও প্রিপেইড নয়।

কিন্তু যাঁদের বাড়িতে ইতিমধ্যেই স্মার্ট মিটার লাগানো হয়েছে, সেগুলির কী হবে। বিদ্যুৎমন্ত্রী এদিন বিধানসভায় স্পষ্ট করে দেন, এই মিটারগুলোকে যেদিন লাগানো হচ্ছে, তার তিন মাস পর থেকে সাধারণ মিটার হিসাবে গণ্য করা হবে। বিল প্রি পেইড মোডে নয়, পোস্ট পেইড মোডেই আসবে।

সিনেমার খবর

cinema TV

রাশমিকার জীবনের গল্প

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বর্তমানে ভারতের অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেত্রী রাশমিকা মান্দানা। একের পর এক হিট সিনেমায় অভিনয় করে ইতোমধ্যেই তিনি নিজেকে প্যান-ইন্ডিয়া তারকা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তবে এ সফলতার পেছনে লুকিয়ে রয়েছে অনেক কঠিন সময়ের গল্প। সেই গল্প এবার নিজেই প্রকাশ করলেন অভিনেত্রী।

সম্প্রতি এক ফ্যান তার এক্স (সাবেক টুইটার) অ্যাকাউন্টে রাশমিকাকে প্রশ্ন করেন, 'আপনি কী করেন যখন জীবনের সবচেয়ে খারাপ সময় আসে? যখন সবকিছু ভুল হচ্ছে, বাঁচার ইচ্ছেটাও হারিয়ে যাচ্ছে, তখন কীভাবে সামলান নিজেকে?' এই প্রশ্নের উত্তরে রাশমিকা জানান, তিনিও একসময় জীবনের খুব নিচু পর্যায়ে ছিলেন। সেখান থেকে কীভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছেন, সেই আবেগী গল্প শেয়ার করেছেন তিনি। রাশমিকা লেখেন, 'আপনি শুধু নিঃশ্বাস নিন। নিজের চারপাশে এমন মানুষ রাখুন, যাদের আপনি বিশ্বাস করেন। বিশ্বাস রাখুন, এই দিনটাও পেরিয়ে যাবে। পরদিন আবার একইভাবে দিনটাকে সামলান। এক দিন দেখবেন, আপনি অনেক ভালো অনুভব করছেন। তখন নিজেকে নিয়েই গর্ব হবে। এই কঠিন সময়টাকে পেরিয়ে এসেছেন বলে।'

এদিকে সম্প্রতি রাশমিকার একটি ছবি ঘিরে জল্পনা শুরু হয়েছে। তিনি কি তবে নিজের প্রেমিক বিজয় দেবরাকোন্ডাকে আড়াল করলেন? চমৎকার এক শাড়ি পরা কয়েকটি ছবি শেয়ার করেন রাশমিকা। ছবির ক্যাপশনে লেখেন, 'এই ছবিগুলোতে আছে আমার সব প্রিয় জিনিস- রঙ, পরিবেশ, জায়গাটা, শাড়ি যিনি উপহার দিয়েছেন, ফটোগ্রাফার। সবকিছুই আমার জন্য অমূল্য।'

এর পরই নেটিজেনদের মধ্যে শুরু হয় আলোচনা। অনেকে মনে করছেন, ছবিগুলো বিজয় দেবরাকোন্ডার বাড়িতে তোলা হয়েছে। কারও কারও দাবি, ছবির ফটোগ্রাফারও নাকি বিজয় নিজেই! এমনকি শাড়িটি নাকি বিজয়ের মা উপহার দিয়েছেন রাশমিকাকে। যদিও বিষয়টি নিয়ে দুজনের কেউই এখনও মুখ খোলেননি।

প্রসঙ্গত, রাশমিকা মান্দানাকে পরবর্তী দেখা যাবে ধানুশ ও নাগার্জুনা আক্কিনেনির সঙ্গে 'কুবেরা' সিনেমায়। এটি মুক্তি পাবে চলতি জুনে।

সোনাক্ষীর 'নিকিতা রায়'

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

নিশ্চিত মুক্তির তারিখে যখন প্রেক্ষাগৃহে আসার কথা ছিল সোনাক্ষী সিনহার বহু প্রতীক্ষিত সাইকোলজিক্যাল থ্রিলার নিকিতা রায়, ঠিক তখনই এলো এক চমকে দেওয়া ঘোষণা- ছবির মুক্তি পিছিয়ে গেছে। ঠিক যেদিন দর্শকরা সিনেমা হলে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, সেই দিনেই সোনাক্ষী নিজেই জানালেন নতুন মুক্তির তারিখ- ২০২৫ সালের ২৭ জুন।

সোশ্যাল মিডিয়ায় সোনাক্ষী লেখেন, 'নতুন দিন, নতুন উত্তেজনা! ক্যালেন্ডারে টুকে রাখুন ২০২৫ সালের ২৭ জুন। সেদিন পর্দা উঠবে নিকিতা রায়ের রহস্যের। অপেক্ষার পালা আর কিছুটা বাড়ল, তবে প্রতীক্ষার ফল যে বিস্ফোরক হতে চলেছে, তা বলাই বাহুল্য।' কিন্তু এই তারিখ বদলের কারণ নিয়ে প্রযোজক বা নির্মাতারা একেবারে চুপ। কোনো ব্যাখ্যা না মেলায় ভক্তদের মধ্যে জল্পনা আরও বেড়েছে। ছবির কনটেন্ট যতটা রহস্যময়, মুক্তির পেছনের পরিস্থিতিও যেন ঠিক ততটাই ধোঁয়াশায় মোড়া।

এই ছবির মাধ্যমে পরিচালক হিসেবে অভিষেক হচ্ছে সোনাক্ষীর ভাই কুশ সিনহার। প্রথম ছবিতেই তিনি বেছে নিয়েছেন মনস্তাত্ত্বিক রহস্যঘেরা একটি গল্প, যা দর্শককে ভাবনার জগতে নিয়ে যাবে। ছবিতে সোনাক্ষীর সঙ্গে আছেন বলিউডের দাপুটে অভিনেতারা- অর্জুন রামপাল, পরেশ রাওয়াল ও সুহেল নায়ার। লন্ডনে একটানা ৩৫ দিনের টানটান শুটিংয়ের মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে ছবির কাজ। সেই অভিজ্ঞতা নিয়ে সোনাক্ষী বলেন, 'এই প্রজেক্টটা আমার হৃদয়ের খুব কাছের। ভাইয়ের প্রথম পরিচালনার ছবিতে কাজ করতে পারাটা দারুণ সম্মানের ছিল। সহশিল্পীদের সঙ্গে কাজের অভিজ্ঞতা ছিল অসাধারণ। বিশেষ করে পরেশ জি-র সঙ্গে কাজটা সত্যিই স্মরণীয় হয়ে থাকবে।'

এই মুহূর্তে নিকিতা রায় ছাড়াও সোনাক্ষী ব্যস্ত রয়েছেন তার টলিউড ডেবিউ জটাধারা নিয়ে, যা একটি ফ্যান্টাসি থ্রিলার ঘরানার ছবি। এই ছবিতে তার বিপরীতে অভিনয় করছেন সুধীর বাবু। ছবিটি পরিচালনা করছেন ভেঙ্কট কল্যাণ। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে রয়েছেন শিল্পা শিরোদকর, রেইন অঞ্জলি, দিব্যা বিজ প্রমুখ। পরিকল্পনা অনুযায়ী, সবকিছু ঠিক থাকলে চলতি বছরেই মুক্তি পেতে পারে জটাধারা।

অর্থাৎ, সোনাক্ষী সিনহার জন্য আগামী বছর হতে চলেছে রহস্য আর রোমাঞ্চে ভরপুর দুই ইন্ডাস্ট্রিতেই একাধিক বড় প্রজেক্ট নিয়ে ধরা দিচ্ছেন তিনি একেবারে নতুন আলোয়।

মায়ের মৃত্যুতে পাকিস্তান যেতে চেয়েও ভিসা পাননি আদনান সামি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভারতের জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী আদনান সামি এক সময় ছিলেন পাকিস্তানের নাগরিক। জন্ম পাকিস্তানে, তবে তার শিল্পীজীবনের সর্বোচ্চ স্বীকৃতি ও ভালোবাসা তিনি পেয়েছেন ভারতে। এদেশেই তিনি পেয়েছেন নাগরিকত্ব, পেয়েছেন ভারতের রাষ্ট্রীয় সম্মান পদ্মশ্রী। কিন্তু নিজের জন্মভূমি পাকিস্তানের সঙ্গে অভিজ্ঞতা বরাবরই তিক্ত বলে জানিয়েছেন তিনি।

সম্প্রতি ভারতের জনপ্রিয় টেলিভিশন অনুষ্ঠান 'আপ কি আদালত'-এ এসে আদনান সামি জানিয়েছেন, ২০২৪ সালের অক্টোবরে তার মা মারা গেলে তিনি পাকিস্তানে গিয়ে শেষকৃত্যে অংশ নিতে ভিসার আবেদন করেছিলেন। ভারত সরকার তাৎক্ষণিকভাবে তাকে ছাড়পত্র দিলেও পাকিস্তান তাকে ভিসা দেয়নি।

আদনান বলেন, "আমি ওদের বললাম, আমার মা মারা গিয়েছেন। কিন্তু তারপরও তারা আমাকে ভিসা দেয়নি। আমি যেতে পারিনি। হোয়াটসঅ্যাপে ভিডিও কলে মায়ের শেষকৃত্য দেখতে হয়েছে আমাকে।"

তিনি জানান, "আমি টাকার জন্য ভারতের নাগরিকত্ব নেইনি। পাকিস্তানে কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি ফেলে এসেছি। ভারতের মানুষের ভালোবাসাই আমাকে এখানে টেনে এনেছে। একজন শিল্পীর কাছে ভালোবাসাই আসল। ভারত সেটা দিয়েছে, পাকিস্তান দেয়নি।"

২০১৬ সালে মোদি সরকারের সময় আদনান সামিকে ভারতের নাগরিকত্ব প্রদান করা হয়। তার আগে তিনি কানাডার নাগরিক ছিলেন। তার বাবা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে ছিলেন এবং ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন বলেও জানান গায়ক।

তিনি বলেন, "এখানে এসে আমাকে সবকিছু নতুন করে শুরু করতে হয়েছে। কিন্তু এই দেশের মানুষ আমাকে গ্রহণ করেছে, তাদের ভালোবাসা আমাকে গড়ে তুলেছে। পাকিস্তানে সেই সম্মান আমি কখনও পাইনি।"

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানালেন ক্লাসেনও

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ক্রিকেটের ময়দানে যেন অবসরের স্রোত বইছে। দিনের শুরুতেই খবর এসেছিল, অস্ট্রেলিয়ার বিস্ফোরক ব্যাটার গ্লেন ম্যাক্সওয়েল ওয়ানডে ক্রিকেট থেকে তার ব্যাট বল তুলে রাখছেন। দুপুর গড়াতে না গড়াতেই আরও বড় খবর এলো। এবার আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে পাকাপাকিভাবে বিদায় বলে দিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার বিধ্বংসী উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান হাইনরিখ ক্লাসেন। কিছুক্ষণ আগে নিজের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে এক আবেগঘন বার্তায় এই ঘোষণা দিয়েছেন ৩৩ বছর বয়সী ক্লাসেন।

ক্লাসেন তার বিদায়বার্তায় লিখেছেন, আজ আমার জন্য এক দুঃখের দিন। কারণ, আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে সরে দাঁড়াচ্ছি। এটা আমার ও আমার পরিবারের ভবিষ্যতের কথা ভেবেই নেওয়া একটি কঠিন সিদ্ধান্ত ছিল। অনেক ভাবনা-চিন্তার পর এই সিদ্ধান্তে এসেছি, তবে মন থেকে একেবারে শান্তিতে আছি।

দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে তিন ফরম্যাট মিলিয়ে মোট ১২২টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছেন হাইনরিখ ক্লাসেন। ব্যাট হাতে ৩২.৪৫ গড়ে সংগ্রহ করেছেন ৩২৪৫ রান। তার ঝুলিতে রয়েছে ১৬টি অর্ধশতক এবং ৪টি সেঞ্চুরি। একদিনের ক্রিকেটে ৬০ ম্যাচে তার রান ২ হাজার ১৪১, যেখানে তার গড় ৪৩.৬৯ এবং সর্বোচ্চ স্কোর ১৭৪। টি-টোয়েন্টিতে তিনি ১ হাজার রান করেছেন, স্ট্রাইক রেট ১৪১.৮৪ এবং সর্বোচ্চ স্কোর ৮১। এর আগে ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে তিনি টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছিলেন। লাল বলের ক্রিকেটে তার খেলার সুযোগ হয়েছিল মাত্র চারটি ম্যাচ।

বিদায়বেলায় ক্লাসেন তার সতীর্থ এবং কোচদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। তিনি লিখেছেন, এই পথচলায় আমি অনেক বন্ধুত্ব ও সম্পর্ক গড়ে তুলেছি, যা সারাজীবন ধরে রাখব। প্রোটিয়াদের হয়ে খেলার সুবাদে এমন কিছু অসাধারণ মানুষের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, যারা আমার জীবন বদলে দিয়েছে। তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানোর মতো যথাযথ শব্দ খুঁজে পাচ্ছি না। আমার জাতীয় দলের পথটা অন্যদের চেয়ে কিছুটা ভিন্ন ছিল। এই যাত্রায় কিছু কোচ ছিলেন যারা সবসময় আমার ওপর বিশ্বাস রেখেছেন—তাদের প্রতি আমি আজীবন কৃতজ্ঞ থাকব। প্রোটিয়া ব্যাজ বুকে ধারণ করে মাঠে নামা ছিল আমার ক্যারিয়ারের সবচেয়ে বড় সম্মান।

স্পিনারদের বিপক্ষে তার ট্রেডমার্ক 'হুইপ-পুল' শটটি তাকে সব ফরম্যাটেই একজন ভয়ংকর ব্যাটারে পরিণত করেছিল। ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপ, ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ এবং ২০২৫ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলা দক্ষিণ আফ্রিকা দলের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন ক্লাসেন।

৩৩ বছর বয়সী ক্লাসেন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানালেও, ধারণা করা হচ্ছে যে তিনি ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট খেলা চালিয়ে যাবেন।

একই দিনে সকালে অস্ট্রেলিয়ার হার্ড-হিটার ব্যাটার গ্লেন ম্যাক্সওয়েলের ওয়ানডে ক্রিকেট থেকে অবসরের ঘোষণা আসে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে দুই তারকার এই আকস্মিক বিদায় ক্রিকেটপ্রেমীদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে।

রাবাদার তোপে দুইশ'র পরই অলআউট অজিরা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে প্রথম ইনিংসে দুর্দান্ত বোলিং করেছেন দক্ষিণ আফ্রিকার পেসার কাগিসু রাবাদা। তাকে সঙ্গ দেন আরেক পেসার মার্কো ইয়ানসেন। তাদের তোপের মুখে স্টিভ স্মিথ ও বাও ওয়েবস্টার রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। ওই প্রতিরোধ ভেঙে গত আসরের টেস্ট চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়াকে প্রথম ইনিংসে ২১২ রানে অলআউট করেছে প্রোটিয়ারা।

বুধবার লর্ডসের ফাইনালে টস জিতে বোলিং নেয় দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা। ১৬ রানে ওপেনার উসমান খাজা ও তিনে নামা ক্যামেরুন গ্রিনকে হারায় অজিরা। ৬৭ রানে ৪ উইকেট হারায় অস্ট্রেলিয়া। ফিরে যান মার্নাস লাবুশানে (১৭) ও ট্রাভিস হেড (১১)।

স্মিথ ও ওয়েবস্টার সেখান থেকে ৭৯ রানের জুটি গড়েন। চারে নেমে অভিজ্ঞ স্মিথ খেলেন ১১২ বলে ৬৬ রানের ইনিংস। ১০টি চার মারেন তিনি। দলের ১৪৬ রানে ফিরে যান স্মিথ। ওয়েবস্টার দলের পক্ষে সর্বাধিক ৭২ রান করেন। তিনি ১১টি চার মারেন। অ্যালেক্স কেরি ২৩ রান করে আউট হন।

প্রোটিয়াদের ধসিয়ে দিতে রাবাদা ১৫.৪ ওভার বোলিং করে ৫১ রান দিয়ে ৫ উইকেট তুলে নেন। ইয়ানসেন ১৪ ওভারে ৪৯ রান দিয়ে নেন ৩ উইকেট। মাহরেজ ও মার্করাম একটি করে উইকেট নেন। দিনের শেষ সেশনে ব্যাট করতে নেমেছে দক্ষিণ আফ্রিকা।

নেদারল্যান্ডসের গোলবন্যায় ভেসে গেল মাল্টা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বিশ্বকাপ বাছাই পর্বে দুর্বল প্রতিপক্ষ মাল্টার বিপক্ষে গোল বন্যা বইয়ে দিয়েছে নেদারল্যান্ডস। মঙ্গলবার রাতে একপেশে ম্যাচে ৮-০ গোলে জয় তুলে নেয় ডাচরা। এই ম্যাচে জোড়া গোল করে রেকর্ড বইয়ে নাম লেখালেন মেমফিস ডিপাই, স্পর্শ করলেন কিংবদন্তি রবিন ফন পার্সির সর্বোচ্চ গোলের রেকর্ড।

খেলার শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক মেজাজে ছিল রোনাল্ড কুমানের দল। ম্যাচের নবম মিনিটে সফল পেনাল্টি কিকে দলকে এগিয়ে দেন মেমফিস ডিপাই। এরপর ১৬তম মিনিটে আরেকটি দুর্দান্ত গোল করে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন তিনি। এই গোলের মধ্য দিয়ে জাতীয় দলের হয়ে ৫০তম গোলের দেখা পান মেমফিস, যা রবিন ফন পার্সির সমান। দুজনই করেছেন ১০২ ম্যাচে ৫০ গোল।

বাকিরাও পিছিয়ে ছিলেন না। বদলি হিসেবে নামা ডনিয়েল মালেন করেন জোড়া গোল। এছাড়া অধিনায়ক ভার্জিল ফন ডাইক, জাভি সিমন্স, নোয়া ল্যাং ও মিকি ফন ডি ফেন একটি করে গোল করে স্কোরবোর্ড সমৃদ্ধ করেন।

টানা দ্বিতীয় জয়ে বাছাই পর্বে নিজেদের অবস্থান আরও শক্ত করল নেদারল্যান্ডস। আগের ম্যাচে ফিনল্যান্ডকে হারিয়ে শুভ সূচনা করেছিল কুমানের দল।

এ ম্যাচে হলুদ কার্ড পাওয়া কোনো খেলোয়াড়কে মাঠে নামাননি ডাচ কোচ। কারণ, আগামী ম্যাচে প্রতিদ্বন্দ্বী পোল্যান্ডের বিপক্ষে গুরুত্বপূর্ণ লড়াইয়ে পূর্ণ শক্তির দল চান তিনি। গ্রুপ পর্বে এই ম্যাচ হতে পারে ভাগ্য নির্ধারণের মুখোমুখি।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O . : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR